সপ্তপদী
পরিচালনা — অজয় কর
উত্তমকুমার প্রযোজিত
তারাশংকরের কাহিনী অবলম্বনে
শ্রেষ্ঠাংশে
সুচিত্রা সেন
উত্তমকুমার
ছায়াবাণী রিলিজ

উত্তমকুমার প্রযোজিত

আলোছায়া প্রোডাক্‌সন্স প্রাইভেট লিঃ-র দ্বিতীয় নিবেদন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে

সপ্তপদী

আলোকচিত্র
তত্ত্বাবধান ও
পরিচালনা :
অজয় কর

শ্রেষ্ঠাংশে : সুচিত্রা সেন • উত্তমকুমার

ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, পারিজাত বসু
মিন্টু দাশগুপ্ত, আলো সরকার, অমর বিশ্বাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, তমাল লাহিড়ী
কল্যাণ বোস, গুরুপদ মুখার্জি, বুবু গাঙুলী, শ্যামল ঘোষ, ক্ষিতীশ আচার্য, তিনু ঘোষ
বিমান মৈত্র, ডিন গ্যাসপার, নরম্যান এলিস, গ্লোরিয়া ডাউনিংটন, মার্গারেট ড্রুমণ্ড
ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, সীতা মুখার্জি, স্বাগতা চক্রবর্তী, সবিতা রায়চৌধুরী, হেমাংগিনী দেবী

সর্বাধ্যক্ষ : আলো সরকার

চিত্রনাট্য : বিনয় চ্যাটার্জি
সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
গীত-রচনা (ইংরিজি ও বাঙলা) : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জি, সুজিত সরকার
প্রধান সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি

প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ
সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জি
শব্দ পুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্র পরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা
সহযোগী : অবনী রায়
চিত্রশিল্প : কানাই দে
সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জি

প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য
শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু
স্থিরচিত্র : বি. কে. সান্যাল
(ষ্টুডিও রেণেসাঁ)
রূপসজ্জা : অনন্ত দাস
পটশিল্প : রামচন্দ্র সিন্ধে, কবি দাশগুপ্ত
প্রচার-শিল্পী : রণেন আয়ন দত্ত
প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

ষ্টুডিয়ো সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে চিত্র পরিস্ফুটিত এবং
'ওয়েষ্ট্রেক্স' শব্দযন্ত্রে সংগীতাংশ গৃহীত ও শব্দ-পুনর্যোজিত

কাহিনী

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামী। আশুতোষ মানব-প্রেমিক ধর্মযাজক। ধর্মযাজক হয়েও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডিতে কিন্তু ধরা দেননি। সকলকে—বিভিন্ন ধর্মের সবাইকেই দেখেন সম ভাবে। উঁচু-নিচু, ছোটা-বড়োর বাছ-বিচার নেই, বাঁকুড়ার সাঁওতাল পাড়ার সীমানা পেরিয়ে খুলে বসেছেন তাঁর জীব-সেবার পীঠস্থান হাসপাতালটি। আসে কামার-কুমোর জেলে-জোলার দল তাদের বাবা সাহেবের কাছে। বাবা সাহেব কৃষ্ণস্বামীর মুখের কথায়, বিনা পয়সার ওষুধে তারা পায় শান্তি, লাভ করে আরাম।

সেই কৃষ্ণস্বামীর হাসপাতালে সেদিন নিয়ে এলো একটি অসুস্থা বিদেশিনীকে। নারী বাহিনীর উচ্চ-পদাধিকারিণী এই মহিলাটির আশু চিকিৎসা প্রয়োজন। কৃষ্ণস্বামী ত্বরায় এগিয়ে আসেন; ম্লান আলোয় বিদেশিনীকে দেখে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। দীর্ঘ বিস্মৃতির যবনিকা গভীর ভাবে দুলে ওঠে—সহকারী ডাক্তারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে মোহমুগ্ধের মতো

তিনি স্খলিত পায়ে ফিরে আসেন তাঁর ঘরটিতে। কোনো রকমে একটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিলেন অতীত দিনের কৃষ্ণেন্দু—কলকাতা মেডিকেল কলেজের চৌকশ ছাত্র কৃষ্ণেন্দু। হ্যাঁ, সুদীর্ঘ কয়েকটা বছরের দুস্তর ব্যবধান নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে যেন তাঁর চোখের সামনে থেকে। স্পষ্ট অনুভব করছেন ফেলে-আসা দিন গুলির উষ্ণ-স্পর্শ। কতো কলরব, কতো না রঙের ছড়াছড়ি তখন। এই তো সেদিনের কথা—কলেজের সহপাঠীরা মাথায় করে রেখেছে তাদের সর্ববিষয়ে পারদর্শী স-তীর্থকে। তর্ক আবৃত্তি-খেলাধূলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ্ণেন্দু। ভারতীয় ছাত্র মহলই শুধু নয়, ইউরোপীয় ছাত্রেরাও পারেনি তাঁর সংগে দক্ষতায়। খেলার মাঠে জন ক্লেটন যখন সেদিন ভারতীয় ছাত্রদের পর্যুদস্ত করে তুলেছে, সেই মুহূর্তে কৃষ্ণেন্দু দিয়েছেন যোগ্য প্রত্যুত্তর। ক্লেটন লুটিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত দেহে, ভারতীয়েরা হয়েছে বিজয়ী। সেই স্মরণীয় ক্ষণে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এসেছে ওই

রিনা ব্রাউন—ক্লেটনের সহপাঠিনী, প্রিয়-বান্ধবী। তারপর দীর্ঘকাল চলেছে তাঁদের বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা। সময়ে অসময়ে কৃষ্ণেন্দুকে ক্ষতবিক্ষত করেছে রিনা ব্রাউন, সে যেন পণবদ্ধা। কিন্তু একদিন ওই বিদ্বেষের পংকে পংকজ হয়ে দল মেলেছে অনুরাগ। পুষ্পধনুর অমোঘ সন্ধানে সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ অভাবিত। পৃথিবীতে কতো অবিশ্বাস্য ঘটনাই না ঘটে মানুষের জীবনে। তা না হলে কলেজে 'ওথেলো' নাটক অভিনয় হবেই বা কেন আর জন ক্লেটনের বদলে কৃষ্ণেন্দুই বা কেন 'মুর'-এর ভূমিকায় ডেসডিমোনা-রূপিণী রিনার বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করবেন!

রেভারেণ্ড কৃষ্ণস্বামীর বাহ্যজ্ঞান অবলুপ্তপ্রায়। ছায়াছবির মতো হারানো দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলি স্মৃতির পর্দায় প্রতিফলিত হতে থাকে! রাগ থেকেই বুঝি জন্ম নেয় অনুরাগ? ঘৃণা থেকে ভালোবাসা? না হলে অতো অবলীলায় কী পাওয়া যায় সুন্দরীশ্রেষ্ঠার বহু-বাঞ্ছিত হৃদয়? রিনার কাজল-কালো চোখ দুটি কৃষ্ণেন্দু আজও ভুলতে পারেননি। সেদিন ওই চোখে চোখ রেখেই তো তিনি সব কিছু ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন—সমাজ সংসার ধর্ম নিঃশেষে।.....কিন্তু...শেষ পর্যন্ত রিনা তাঁকে গভীর নির্মমতায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে, জনারণ্যে আত্মগোপন করেছে এক সময়ে।

কার আহ্বানে ধ্যান ভংগ হয় কৃষ্ণস্বামীর। দৃষ্টি ফেরাতেই চোখে পড়ে রিনার মিলিটারী-পোষাক-শোভিত মূর্তি! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় নারী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে রিনা, এখন সে W.A.C.(I)। বাঁকুড়ার কর্মস্থলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নীত হয়েছিলো কৃষ্ণস্বামীর চিকিৎসা কেন্দ্রে। সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করে তাই ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছিলো রিনা, কৃষ্ণেন্দুকে সহসা আবিষ্কার করে বিস্ময়ে উত্তেজনায় আর্তনাদ করে ওঠে সে! যাকে একদিন না দেখলে বিশ্বভুবন অন্ধকার মনে হয়েছে, যাকে অবলম্বন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলো মাটির স্বর্গ পরম নির্ভরতায়—হঠাৎ একদিন ভেঙে গেল সেই স্বপ্ন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে! সেদিন কৃষ্ণেন্দুর পিতাকে দিয়েছে সে আদর্শ-ভিক্ষা, ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে স্নেহাতুর বৃদ্ধকে তাঁর একমাত্র পুত্র! আর সেই প্রতিজ্ঞা জীবন দিয়ে রক্ষা করতেই ভেসে গেছে রিনা দূরে দূরান্তে পরিচিত-চক্ষুর অন্তরালে। আজ সহসা সেই মানুষকে অভাবিত ভাবে সামনে দেখে রিনা চীৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় দৃষ্টিপথের বাইরে।

কৃষ্ণেন্দুকে সে-রাতে সহ্য করতে পারেনি রিনা—ভবিষ্যতেও তাকে সহ্য করবে না, সেই কথা জানাতে পরের দিন রাত্রে হাজির হয় সেখানে। অধঃপতিত রিনার করুণতম জীবন-কথা ধ্বনিত হয় নিস্তব্ধ কক্ষে, কৃষ্ণস্বামী রিনার বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। এক সময় মনঃস্থির করেন তিনি—অধঃপতিত রিনাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে কাছে টেনে নেবেন, সেদিনের আরব্ধ কাজ এবার সমাধা করবেন। ঈশ্বর করুণা করবেনই তাঁদের।

কিন্তু রিনার মনে এতোটুকু স্থান নেই ঈশ্বরের জন্যে। কে বলে তিনি পরম কারুণিক। তাহলে সে এমন পতিত কেন? তা ছাড়া কৃষ্ণেন্দুর প্রেমের মোটেই উপযুক্ত সে নয়, অমন উদার ভালোবাসার অপমান তার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণস্বামীর সাময়িক অনুপস্থিতিতে রিনা আবার আত্মগোপন করলো।...

বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান শিখায় ভারতের অন্তরাত্মা দগ্ধ হবার অপেক্ষায়—কৃষ্ণস্বামী যুদ্ধার্তদের সেবায় এগিয়ে এলেন, যোগ দিলেন আসামের সীমান্তে মিশনারী এক সেবায়তনে। সীমাহীন পরিশ্রমে সেবা করেন আর্ত মানবের। হয়তো মনের নিভৃতে লুকানো ছিলো একটি অতৃপ্ত কামনা—রিনার উদ্দেশ সন্ধান। এক বোমা-বর্ষণ-মুখরিত রাত্রে সে বাসনা কৃষ্ণস্বামীর সফল হোলো—বিধ্বংসী বোমার আঘাতে রিনা তখন চেতনাহীন। কৃষ্ণেন্দুকে ধরা না দেবার ব্যাকুল বাসনায় রিনা বরণ করে নিয়েছিলো শত্রুর আঘাত। পরম মিত্রের মমতায় দক্ষ চিকিৎসক কৃষ্ণেন্দু শেষ বারের মতো মানস-প্রতিমাকে তুলে নিলেন বাহু-বন্ধনে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে...মৃত্যুর সাথে অনলস সংগ্রাম করে চলেছেন কৃষ্ণস্বামী। ঈশ্বর, পতিতকে তোমার করুণা-কিরণে উদ্ভাসিত করো, তার সব ঘৃণা সংশয় সংকোচ চিরতরে দূর করে দাও সাহারা-হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে!

সংগীত

এই পথ যদি না শেষ হয়
তবে কেমন হোতো তুমি বলোতো
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হোতো তুমি বলোতো!

কোন্ রাখালের ওই ঘর ছাড়া বাঁশিতে
সবুজের ওই দোল্ দোল্ হাসিতে
মন আমার মিশে গেলে বেশ হয়
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হোত তুমি বলোতো।

নীল আকাশের ওই দূর সীমা ছাড়িয়ে
এই গান যেন যায় আজ হারিয়ে
প্রাণে যদি এ গানের রেশ রয়
যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয়
তবে কেমন হোতো তুমি বলতো!

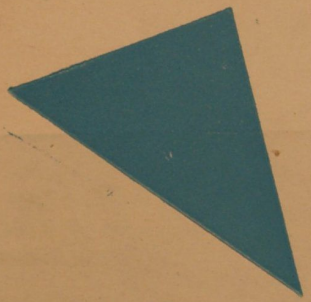

On the merry go round
Let's ride and roll,
On the merry go round
Let's rock our soul.

On the merry go round
I'll be with you,
Where hearts will be high
And heaven in our view.

Close your eyes
And tell me what you feel,
On the merry go round
It's a lovely thrill.

সেক্সপীয়রের

ওথেলো

ডেসডিমোনা—সুচিত্রা সেন

ওথেলো—উত্তমকুমার

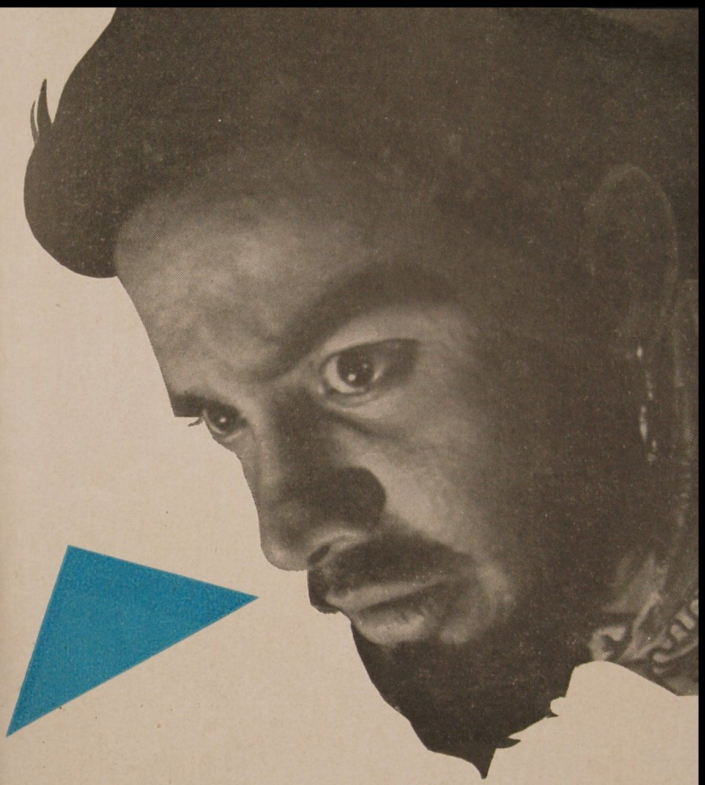

॥ গল্প-সংক্ষেপ ॥

আয়াগোর চক্রান্তে ডেসডিমোনার ভালোবাসায় মূর ওথেলো বিশেষ ভাবে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। এই সন্দেহ দৃঢ়তর হয় যখন ডেসডিমোনা তার কাছ-থেকে-পাওয়া বিবাহের উপহার মন্ত্রঃপুত রুমালখানি তাকে দেখাতে পারলো না। স্ত্রী এমিলিয়াকে দিয়ে সংগ্রহ করে আয়গো ওই রুমালটি ওথেলোর বিশ্বস্ত অনুচর ক্যাসিওর ঘরে ফেলে রেখে আসে।

প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওথেলো সেই দিন রাত্রে নিদ্রিত ডেসডিমোনার শয্যাপার্শ্বে হাজির হয় তাকে হত্যা করবার জন্যে।

ডেসডিমোনার ঘুম ভেঙে যায়। ওথেলো স্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে বলে। ডেসডিমোনা বহু প্রকারে স্বামীর করুণা ভিক্ষা করে কিন্তু তাতে কর্ণপাত না ক'রে নিরপরাধ সাধ্বী সতীকে ওথেলো শ্বাসরোধ ক'রে হত্যা করে। পরে তরবারির আঘাতে সে আত্মবিসর্জন দেয়।

কণ্ঠ-সংগীত

হেমন্ত মুখার্জি, সন্ধ্যা মুখার্জি ও সুজি মিলার

আবহ সংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা

বলরুম নৃত্য পরিচালনা : পিটার ডে

এম, আই, এস-টি-ডি (লণ্ডন, প্যারিস)

ওথেলো নাট্যাংশে উপদেষ্টা : উৎপল দত্ত

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : নরেশ রায়

চিত্রশিল্পে : রুনু ঘোষ, মধু ভট্টাচার্য
শক্তি ব্যানার্জি
শংকর চ্যাটার্জি (ক্রেন পরিচালনা)

শব্দগ্রহণে : রথীন ঘোষ. বীরেন নস্কর

সংগীত গ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জি

সম্পাদনায় : অনীত মুখার্জি, শক্তিপদ রায়

শিল্প-নির্দেশনায় : হরিনাম শ্রীবাস্তব

রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর, বিশ্বনাথ দাস

আলোক-সম্পাতে : দুলাল শীল
শম্ভু ব্যানার্জি, নিতাই শীল, জগু সিং
শৈলেন দত্ত, হরিপদ হাইত

ব্যবস্থাপনায় : বাসু ব্যানার্জি, বিজয় দাস

সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়
অমল মুখার্জি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার সুধেন্দু রায়

মন্ট বসু, সুজন ব্যানার্জি, তারাপদ সাহা, ডাঃ লালমোহন মুখার্জি, কে, শিবশংকর, রণজিৎ সিন্‌হা, পি, দাশগুপ্ত, ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব রেঞ্জার্স ক্লাব, মোহনবাগান ক্লাব, টালীগঞ্জ অগ্রগামী, শ্রীমোহনলাল দাঁর সৌজন্যে 'দি আরমারী', ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ, অকল্যাণ্ড নার্সিং হোম, এইচ, মুখার্জি এণ্ড ব্যানার্জি ও ডিফেন্স মিনিষ্ট্রি : ভারত সরকার

রমেন চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিঃ-১৩